করোনা ক্রান্তিকালে জীবনের গান গাই - এক

কেস : আয়েশা সিদ্দিকা, গ্রাম-সরকার পাড়া, ইউনিয়ন- সোনারয়, উপজেলা-সদর, জেলা-নীলফামারী।

উঠানে পা রাখতেই আয়েশা হাসিমুখে এগিয়ে এল । হাত ধরে আমাদেরকে দেখাতে নিয়ে গেল কলপাড়ে জৈব পদ্ধতিতে তৈরী করে রাখা বারি ইমু-১ এবং ইমু-৩ তরল অনুজীব সার। বলল, ঁগাজীপুরে রিইব-এর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল-এ গিয়ে যা শিখে এসেছি তার সব আমি করে দেখাব এটা ছিল আমার স্বপ্ন, আমার জেদ। উঠোনে আরও আছে শুকনো সার বাউফার। আসেন আমার বীজ ব্যাংকটা দেখে যান।আমি দেশী জাতের যতগুলো ধান করেছি তার সব বীজ রেখেছি যাতে আগামী বছর আবারো চাষ করতে পারি।ঃআয়েশার মুখ হাস্যোজ্জ্বল, চোখে সাফল্যের দীপ্তি। দেখলাম একটা ছোট্ট ঘরে বিভিন্ন সাইজের মাটির হাড়িতে সংরক্ষণ করা আছে বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ।

নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার সোনরায় ইউনিয়নের সরকারপাড়া গ্রামের একজন কৃষক আয়েশা সিদ্দিকা। তাঁর সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় রিইব পরিচালিত কৃষি বিষয়ক প্রকল্প ঁ*অমৎড়-বপড়ষড়মু ভৎড়স ইবষড়ি: চবফধমড়মু ধহফ চধৎঃরপরঢ়ধঃড়ুং অপঃরড়হচ* এর কাজের মাধ্যমে।জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহযোগিতায় রিইব উক্ত প্রক্ল্প নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশের তিনটি জেলায় - সাতক্ষীরা, বগুড়া এবং নীলফামারীতে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিবেশগত এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ঁকৃষি-প্রতিবেশ নীতিঃ *(এগ্রোইকোলজি)* একশন রিসার্চের *(গণগবেষণা)* মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা এবং স্থানীয়, লোকজ ও আধুনিক সুস্থায়ী কৃষি চর্চা প্রসারিত করা। এই লক্ষ্যে ২০১৯ সালে সরকার পাড়াতে শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে ১৫ জনের একটি নতুন গণগবেষণা দল সংগঠিত করে প্রকল্পের গবেষণা সহকারি আবুল ফজল।

সংক্ষেপে যদি বলা যায়, *চধৎঃরপরঢ়ধঃড়ুং অপঃরড়হ জবংবধৎপয (চঅজ)*বা গণগবেষণার একটি মৌলিক ধারণা হল- চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে অগ্রসর নয়। বাস্তবে যা ঘটে দৈনন্দিন সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন। এর সুযোগে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা সাধারণ মানুষকে মূর্খ বলে হেয় জ্ঞান করেন প্রকাশ্যেই। সাধারণ মানুষের সমস্যাবলীর উপর গবেষণা তারাই করেন। সেই সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জ্ঞানী ব্যক্তিরুপে পরিচয় করানো হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনে নিজেদের চিন্তাশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। এতে তাদের চিন্তাশক্তি ক্ষয়ে যায় না, মরচে ধরে মাত্র। ঁগণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন। যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথ ভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এককথায় শ্রমজীবিদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই এর মূল লক্ষ্য।ঃ

মোটা দাগে যদি বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে, কোন জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।তারা সমস্যার সমাধানও তাদের মত করে চিহ্নিত করতে পারে এবং তারা নিজেরাই সে সমস্যার সমাধান করতে পারে।অনেক সময় চর্চার অভাবে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে, সেজন্যে তাদের মাঝে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান বা পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ(রিইব) নীলফামারীতে ২০১৭ সাল থেকে জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির প্রসারে কাজ করছে।প্রকল্পের অনেকগুলো কার্ক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। এই স্কুলে প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকার গণগবেষণা দলের নির্ধারিত সদস্যদের নিয়ে ঢাকার আশেপাশে কোন একটি সেন্টারে চার দিন একটানা জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা।এই আলোচনায় বিষয় বিশেষজ্ঞরা রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করে থাকেন। তারা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন।

আয়েশা সিদ্দিকা প্রকল্পে গণগবেষণা দলের সঙ্গে যুক্ত হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে। দল সম্পর্কে প্রথমে তাদের মনে সন্দেহ ছিল।সন্দেহের কারণ ছিল যে, তারা আমাদেরকে পূর্বে দেখেছে কালো রঙের মাইক্রোবাসে করে যাতায়াত করতে। কালো মাইক্রোবাস সম্পর্কে তাদের মনে একটা আতংক আছে, কারণ এর আগে কোন একটি সংস্থা এলাকার বেশ কিছু নারীকে চাকুরী দেবার নাম করে একটা কালো রঙের মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যায়, এরপর তারা আর ফেরৎ আসে নি।আয়েশা তাই শুরুতে পাশের বেরাকুঠি গ্রামের পুরাতন সদস্যদের কাছ থেকে রিইব সম্পর্কে ভালোমত খোঁজখবর নিয়ে তারপর দল গঠন করে।

২০১৯ সালের ৩-৬ জুলাই গাজীপুরের নক্ষত্রবাড়ী রিসোর্টে ৪ দিনব্যাপী রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে আয়েশা যোগদান করে।এই স্কুলে রিসোর্স পার্সন হিসাবে ছিলেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. নাজিম উদ্দিন।তিনি বায়বীয় এবং অবায়বীয় তরল অনুজীব সার বারি ইমু-১, বারি ইমু-৩ এবং শুকনো সার বাউফার সম্পর্কে সকলকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যা সকলকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল।

প্রশিক্ষনের শুরুতে পরিচয় পর্বের পালায় আয়েশার বাড়ী নীলফামারী শুনে হাসির ছলে তিনি বলেছিলেন, ও, মফিজ এলাকা থেকে!(মেফিজ শব্দটি নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।আয়েশা ফিরে এসে নিজের উদ্যোগে ড্রাম কিনে নিয়ে আসে। ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের সৈয়দপুর শহরের মাছের বাজার থেকে মাছের উচ্ছিস্ট কিনে নিয়ে আসে। এছাড়াও সার তৈরীর জন্যে যা যা উপকরণ প্রয়োজন সব যোগাড় করে দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে সার তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ হয়ে যায়।

আয়েশা আমাদেরকে তার কাজের সফলতা নিয়ে আলোচনা করার সময় আপন মনে বলছিল, নাজিম স্যার যখন আমাকে মফিজ বলেছিল তখনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, এসবই আমি একদিন স্যারকে করে দেখাব। আমি করেছি এবং আমার ধানক্ষেতে, সবজি বাগানে প্রয়োগ করেছি।এই সার

দেবার ফলে আমার ধান এবং সবজি অনেক ভালো হয়েছে। আর বাইরে থেকে সার কিনতে হয়নি বলে খরচও কম হয়েছে।৮ আয়েশার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম খুশী এবং দৃঢ়প্রত্যয় তার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছিল।

প্রথমদিকে আয়েশার স্বামী বিরোধিতা না করলেও জৈব কৃষি নিয়ে তার কাজকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নি।কিন্তু রানাশাইলসহ অন্যান্য ধানের ফলন ভালো হওয়ার পর এবছর আয়েশাকে দুই বিঘা জমিতে স্থানীয় জাতের ধান জৈব সারের মাধ্যমে করার জন্য সমর্থন দিয়েছে।

আয়েশা তার বাড়ীর একটা ঘরে ছোট করে বীজ ভান্ডার গড়ে তুলেছে, ওরা যাকে বলে বীজ ব্যাংক। এই বীজ ভান্ডার থেকে তার নিজের এবং দলের সদস্যরা বীজ নিয়ে আবাদ করতে পারবে। এখন পর্যন্ত সে বীজ বিক্রি করছে না, বিনিময় করছে।নিয়ম হচ্ছে এক কেজি বীজ নিয়ে আবাদ করার পর দুই কেজি ফেরৎ দিতে হবে।এতে বীজ ভান্ডার যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি বীজ পেতে কৃষকের সমস্যা হবে না। এতে ভালো মানের বীজ পাওয়া যাবে,বীজে ভেজাল থাকবে না। দাম কম পড়বে।দলের সংহতি বাড়বে।তবে আয়েশারা দলের বাইরের সদস্যদেরকেও বীজ দিয়ে থাকে। কারণ তারা চায় যে, তাদের বীজের যেন সার্বভৌমত্ব থাকে।

আয়েশার আর একটি বড় গুণ, সে শষ্যক্ষেতে, ঘরের আনাচে কানাচে গজিয়ে ওঠা স্থানীয় বিভিন্ন অশস্য উদ্ভিদ বা ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রচুর জানে এবং এর ওষধি গুণ সম্পর্কে বেশ ভাল জ্ঞান রাখে। তাঁর দাদার কাছ থেকে সে এই জ্ঞান লাভ করেছে বলে জানায়। স্থানীয়ভাবে সে এর কিছু চর্চাও করে থাকে। ২০১৯ এবং ২০২০-এ রিইব আয়োজত কৃষি মেলায় সে ৮৩ প্রকারের ভেষজ উদ্ভিদ প্রদর্শন করে এবং মেলায় আগত অতিথিদের কাছে এর গুণাগুণ বর্ণনা করেছিল আত্মবিশ্বাসের সাথে।

আয়েশা পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী। জ্ঞানকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তন আনয়নে বিশ্বাসী সে।জৈব কৃষির এই নতুন জ্ঞানকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চায়। আমরা আশাবাদী যে, আয়েশার মত কৃষক আমাদের দেশে অনেক আনেক আছে। করোনার এই ক্রান্তিকালে যখন আমরা দেখছি যে, প্রকৃতি মানবসৃষ্ট জঞ্জালকে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে, তখন আমাদের মনে হয়, আয়েশার মত মানুষদেরকে আমাদের আরও কাছে টানতে হবে, তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের আগামী দিনের কৃষি আরও বেশি জীববৈচিত্র্যনির্ভর করতে হবে। করতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দেহ ও মনকে সুস্থ্য রাখার জন্যে।

কেস : রাশিদা, নীলফামারী

আয়েশা তার দলের সদস্য রাশিদাকে নিয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে রিইব এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানিকগঞ্জে বারসিক প্রতিষ্ঠানের ফিল্ড দেখাবার ব্যবস্থা করেছিল এবং সেখানে রাশিদা জয়েন করেছিল। সেখানেই সে জেনেছিল বারসিক দেশে জিরা উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। আলোচনা হচ্ছিল যে, বাংলাদেশে সাধারণত: জিরা উৎপাদন হয়না। এটি মূলত: আমদানী নির্ভর মশলা।আর আমদানীকৃত জিরা কখনও অংকুরিত হয় না। তথ্যটি রাশিদা এবং আয়েশার মনে রেখাপাত করে।

রাশিদা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বাজার থেকে জিরা কিনে পরীক্ষামূলকভাবে অল্প পরিমাণ জমিতে ছিটিয়ে দেয়।সেই সাথে কালিজিরার বীজও ছড়িয়ে দেয় পাশাপাশি আর একটা প্লটে। আয়েশার সঙ্গে একসাথে গবেষণা করে এ কাজ করেন। জমিতে আয়েশার তৈরী তরল অনুজীব সার ব্যবহার করেন।

এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, রাশিদার সেই প্লটে জিরা গাছ হয়েছে। তাতে হালকা বেগুনী রঙের ফুল এসেছে। ফুলের নীচের অংশে জিরা দেখা যাচ্ছে।একটা ফুল নিয়ে জিরাসহ চিবিয়ে দেখলাম তাতে দিব্যি জিরার স্বাদ। রাশিদা এবং আয়েশা হাসতে হাসতে আমাদেরকে বলে , ঃআমি এর রাশিদা দুইজন এই জিরার ক্ষেতে এসে গাছ বড় হতে দেখি, ফুল আসতে দেখি, জিরা হতে দেখি, মুখে দিয়ে এর স্বাদ নেই, তারপর দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকি। কাউকে বলি নাই এখনও, ভাবি যে কী করেছি! আর একা একাই হাসতে থাকি।চজিরা ফলাতে পেরেছে এই খুশীতেই তারা হাসতে থাকে।

তাদের হাসি দেখতে দেখতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, বাংলার কৃষক আসলেই এক একজন গবেষক এবং তারা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমেই কৃষিতে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এখানে বড় কোন বিষয় না, বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সাথে ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই হচ্ছে সবচেযে বড় ব্যাপার।